সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সারাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে অধিকার ভিত্তিক নাগরিক সংগঠনের সংবাদ সম্মেলন

কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার দাবি

ঢাকা, ১৪ অক্টোবর ২০১৬। আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামীকাল ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় উদ্‌যাপন করা হবে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। প্রতি বছরের মতো এবারও সারাদেশে র‍্যালি, সেমিনার, মানববন্ধন, মেলা আয়োজন এবং গ্রামীণ নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য সম্মাননা প্রদান সহ নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে এ বছর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হবে বলে জানান এর আয়োজকেরা। তারা আরও জানান, বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক গ্রামীন নারী দিবস উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির সভাপ্রধান শামীমা আক্তারের সভাপতিত্বে ও সচিবালয় সম্পাদক ফেরদৌস আরা রুমির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত **'কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আমাদের অঙ্গিকার'** শীর্ষক এই সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকদের পক্ষ থেকে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতীয় কমিটির সদস্য তামান্না রাহমান। অন্যান্যদের মধ্যে এতে আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় কমিটির সদস্য আসিফ ইকবাল, মুন্সিগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপ্রধান এডভোকেট সোহানা তাহমিনা, সচিবালয় সম্পাদক মোস্তফা কামাল আকন্দ।

লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে কৈশোর বলে। ১০ বছর এবং ১৯ বছর বয়সের মাঝামাঝি সময়টাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ কিশোর কিশোরী। তাদের শিক্ষা, জীবন-দক্ষতা ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করছে আমাদের দেশের ভবিষ্যত। এই কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে তার শরীরে ও মনে নানা ধরণের পরিবর্তন হতে শুরু করে।

ফেরদৌস আরা রুমী বলেন, প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যসেবা (**Sexual and Reproductive Health Rights-SRHR**) পাওয়া কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণীদের একটি অধিকার। এই সময়ে বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা খুবই গুরত্বপূর্ণ হলেও নানা কারণে, বিশেষ করে সচেতনতার অভাব, গোপনীয়তা রক্ষার প্রবণতা, প্রকাশ্য আলোচনার সংকোচ ইত্যাদি কারণে উপযুক্তসেবা কিশোর-কিশোরীরা পাওয়ারক্ষেত্রে নানা সমস্যায় পড়ে।

এডভোকেট সোহানা তাহমিনা বলেন, অনেকেই মনে করেন, তরুণ-তরুণীদের এ ব্যাপারে এত বেশি জানানোর দরকার নেই। আবার অনেক সময় চিকিৎসকেরা কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণীদেরকে অভিভাবক সাথে আনতে বলেন বলে তারা এসংক্রান্ত সেবা গ্রহণে আগ্রহী হয় না। এছাড়া অনেক সময় তরুণ-তরুণীদের এ সব বিষয়ে জানার আগ্রহকে অনৈতিক হিসেবে ভাবা হয় এবং এই ধরণের সংস্কৃতি তাদেরকে তথ্য জানার উৎসগুলো হতে দূরে রাখে এবং এ ব্যাপারে তারা নিজের পছন্দমত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

আসিফ ইকবাল বলেন, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসহ কিশোরীদের স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের সুফল প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই পাওয়া যায়। যেমন: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিতির হার কমে, কর্মক্ষেত্র এবং বাড়িতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। কিশোরীদের জন্য বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে সামগ্রিক যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে তারা অনাকাংঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ও যৌনবাহিত বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারে। একারণে আমাদের কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ এখনই প্রয়োজন।

মোস্তফা কামাল আকন্দবলেন. পরিবারসমূহ প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। মা-বাবা, বড় ভাই বা বোন এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করতে পারেন। অভিভাবকসুলভ আচরণ নয়, তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে।

শামীমা আক্তার বলেন, বয়ঃসন্ধিকালেই কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে, তাই এ সময় থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজন। বিদ্যালয়গুলোও কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে কিছু বিষয় মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা এই শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

বার্তা প্রেরক
মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১